যুগান্তর

তারিখ ... 14 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রেজিস্ট্রেশন শর্ত মানছে না ৪৭ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মুসতাক আহমদ

প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করতে না দিলে পুরনো আইন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সঙ্গে বুধবার তার দফতরে আলাপকালে আরও জানান, পুরনো আইন বাস্তবায়ন হলে ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৭টিই বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আইনের শর্ত অনুযায়ী এইসব বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। তিনি বলেন, যারা নতুন আইনের বিরোধিতা করছে তারা বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের উচ্চশিক্ষা প্রদান কার্যক্রমে শৃংখলা চায় না। নতুন আর কেউ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুক, তাও চায় না। চায় শিক্ষার নামে মনোপলি ব্যবসা। কেননা, নতুন আইনটি পুরনো আইনের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষাবান্ধব। পুরনো আইনে যেখানে ৫ কোটি টাকা এফডিআর করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠার ৫ বছরের মধ্যে ৫ একর জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে, সেখানে নতুন আইনে ৩ কোটি টাকার এফডিআর এবং ৭ বছরের মধ্যে শহরে ১ একর আর মফস্বলে ৩ একর জমিতে নির্মিত স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিধান রয়েছে। সুতরাং প্রস্তাবিত আইনে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করার দাবি একদমই অনর্থক। নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিগত সাত বছর যাবৎ 'হয়' 'হচ্ছে' করে চূড়ান্ত হচ্ছে না। উদ্ভূত এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে ২০০৩ সাল থেকে ইউজিসি নতুন একটি আইন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু খসড়া প্রণয়নের পর তা অসংখ্যবার কখনও কেবিনেট, কখনওবা মন্ত্রণালয় থেকে হয় ফিরে আসে নতুবা ফাইলবন্দি হয়ে থাকছে। যখনই আইনটি চূড়ান্ত হওয়ার পথে অগ্রসর হয়, তখনই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের পক্ষ থেকে বারবার চাপ এসেছে। তারপরও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষের দিকে অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পর অধ্যাদেশ

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয় : বেসরকারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আকারে জারি হয়। কিন্তু আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে সংসদে তা গৃহীত না হওয়ায় বাতিল হয়ে যায়। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দীর্ঘ প্রায় এক বছর এটি নিয়ে কাজ করে। এ এক বছরে একাধিকবার তা মন্ত্রিসভায় যায়। কিন্তু প্রতিবারই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি (এপিইউবি) তাতে বাদ সাধে এবং সংবাদ সম্মেলন করে তাদের অনাস্থার কথা জানায়। সর্বশেষ সংসদে উপস্থাপনের জন্য আগামী সোমবারের নির্ধারিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ আইনটি (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু এ বৈঠককে সামনে রেখেও মঙ্গলবার (এপিইউবি) সংবাদ সম্মেলন করে। এতে তারা দাবি করে, আইনটি বাস্তবায়ন হলে দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। এজন্য তারা প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল-২০০৯ বন্ধ রাখার দাবি জানায়।

বুধবার বিকালে এপিইউবি'র সহ-সভাপতি এবং ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পরিচালনা পরিষদ সদস্য আবুল কাসেম হায়দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানান, প্রস্তাবিত আইনটি 'কালো আইন'। আইনটি 'শিক্ষাবান্ধব' এবং বেসরকারি খাতের উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে— ইউজিসি চেয়ারম্যানের এমন বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আবুল কাসেম হায়দার বলেন, 'উনি ভুয়া ও অসত্য কথা বলেছেন। উনি ঘুমিয়ে আছেন। ওনাকে দু'বছর ধরে আমরা চেষ্টা করেও বোঝাতে পারিনি। জাগাতে পারিনি।' তিনি বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সরকার এবং ইউজিসি'র প্রতিনিধি থাকবে কেন? তাহলে এটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয় কিভাবে? আমার প্রতিষ্ঠানে সরকার এবং ইউজিসিকে খবরদারি করতে দিতে পারি না।' বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলে ছাত্রদের কাছ থেকে নেয়া অর্থে। আর জনগণ থেকে নেয়া অর্থ 'পাবলিক মানি'র মধ্যে পড়ে— এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপনার বোঝার অনেক ভুল আছে। সামনে আসেন বুঝিয়ে বলব।'

সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে যুগান্তরে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ওই সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা বলেছেন, তারা নতুন আইনের জন্য অপেক্ষা করছেন। নাম প্রকাশ না করে গুলশান-বনানী এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরা বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এক নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের কাছ থেকে নেয়া অর্থে চলে। আর শিল্প প্রতিষ্ঠান সরাসরি মালিকের অর্থে চলে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেট সব দেশেই উপাচার্যের নেতৃত্বে শিক্ষাবিদ, সরকারি প্রতিনিধি, মালিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। অন্তত ১০ জন উপাচার্য বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় চলা উচিত শিক্ষাবিদদের পরামর্শে, মালিকের নয়। কিন্তু মালিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রাতা হতে চান। মূলত আইনে এসব দিক রুদ্ধ হওয়ার কারণেই মালিকরা এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তারা আরও বলেন, দূরশিক্ষণ এবং আউটার ক্যাম্পাসের কারণেই সনদবাণিজ্য আর নিম্নমানের গ্রাজুয়েট সৃষ্টি হচ্ছে। আইনে এ ব্যাপারে সুযোগ রাখা ঠিক নয়।

কয়েকদিন আগে ইউজিসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের কাছে পেশ করা হয়। তাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান এবং টিউশন ফিসহ অন্যান্য ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ ব্যাপারে পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার সুপারিশ রয়েছে। চলতি সংসদে প্রতিবেদনটি পেশ হওয়ার কথা রয়েছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি পাস না হওয়ার কারণে সরকার অন্তত ৭০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন বিবেচনা করতে পারছে না। এর মধ্যে অন্তত ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত প্রস্তাবনা জমা দিয়ে রেখেছে বিগত তিন বছর যাবৎ। তিনি বলেন, সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত সেবা। আইনেও এটি উল্লেখ আছে। আর যারা উদ্যোক্তা হতে চান তারাও এটা জেনে আসেন। কিন্তু অদৃশ্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তাদের সেই মন-মানসিকতা থাকে না। এসময় তিনি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে বলেন, তারা শত শত কোটি টাকা খরচ করে নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়েছে। অথচ এসব অর্থ জনগণের কাছ থেকে নেয়া। আজও (বুধবার) উত্তরার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিককে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে বললে ফান্ড তৈরি না হওয়ার কথা জানালেন। অথচ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ৬ বছর হয়েছে।

৪৭টিই চলছে আইন লংঘন করে

৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৭টি চলছে বর্তমান আইন লংঘন করে। আইনের শর্ত অনুযায়ী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে বহু আগেই। ৫ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গিয়েছে কেবল নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি। ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, কয়েকটি জমি কিনেছে এবং কাজ চলছে। আর ৩টির রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হয়নি। আর স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায় কিন্তু বয়স ১০ বছর হয়েছে এমন বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৫টি। ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, 'এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে বার বার হুশিয়ারি দেয়া হচ্ছে যে মেয়াদ শেষ। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যান। তা না হলে সনদ বাতিল করা হবে। কিন্তু তারা কথা শুনছে না। আমরা ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে সময় দিচ্ছি।' তিনি বলেন, 'আমরা নতুন আইনের অপেক্ষা করছি। নতুন আইনে তাদের (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) কিছুটা সহজ হবে। তখন স্থায়ী ক্যাম্পাসে না গেলে অ্যাকশনে যেতে হবে। বন্ধ করে দিতে হবে।' এসময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, যারা নতুন আইনের পরিবর্তে আগের আইন ভালো বলছেন, তারা সেটি মেনে স্থায়ী সনদ নিতে পারেননি কেন? নতুন আইনে সেবার পরিবর্তে বাণিজ্যকেই বেশি প্রাধান্য দেয়ায় বিরোধিতা করছেন তারা। তিনি বলেন, 'শিক্ষা নিশ্চিত করতে যা যা প্রয়োজন, নতুন আইনে তা-ই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা খসড়া করে দেয়ার পরও দুটি মন্ত্রণালয় এমনকি মন্ত্রিসভা পর্যন্ত তাতে মতামত দিয়েছে।' তিনি বলেন, মন্ত্রিসভার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতেই আইন থেকে আউটার ক্যাম্পাস এবং দূরশিক্ষণ বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থকে ... রেখেই আইন প্রণীত হচ্ছে, ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য দেয়া হয়নি।